ব্রি ধান৭২

ধান চাষ সমৃদ্ধি আনে

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৭২ এর কৌলিক সারি নং- BR7528-2R-19-HR10। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরে BR7166-4-5-3 এবং BRRI dhan39 জাতের মধ্যে সংকরায়নের পর র‌্যাপিড জেনারেশন এডভান্স এবং বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। উক্ত কৌলিক সারিটি বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে আমন মৌসুমে কৃষকের মাঠে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। এ জাতটির চাষাবাদ পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হলো।

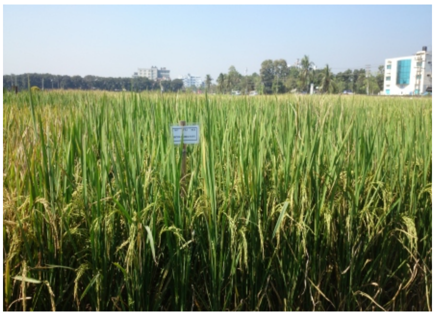

ব্রি ধান৭২

জাতের বৈশিষ্ট্য

- অধিক ফলনশীল জিংক সমৃদ্ধ আমন ধানের জাত।
- গাছের উচ্চতা ১১৬ সে. মি. কিন্তু গাছ মজবুত বিধায় ঢলে পড়ে না।
- ডিগ পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ রঙের।
- ধানের শীষের মাথার দিকের দানায় ছোট শুং থাকে।
- চালের আকার আকৃতি লম্বা, মোটা এবং রং সাদা।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৭.৯ গ্রাম।
- চালে এমাইলোজের পরিমাণ ২৬.০%।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৭২ এর জীবনকাল ব্রি ধান৩৯ এর চেয়ে ৩-৭ দিন নাবী। তবে আমন ধান কেটে অনায়াসে গম, সরিষা বা ডাল জাতীয় ফসল আবাদ করা সম্ভব। এ জাতের চালে শতকরা ৮.৯ ভাগ প্রোটিন এবং ২২.৮ মিলিগ্রাম/কেজি জিঙ্ক রয়েছে, যা প্রচলিত অন্যান্য জাতের চেয়ে প্রায় ৬ মিলিগ্রাম/কেজি এবং জিংক সমৃদ্ধ আমন ধানের জাত ব্রি ধান৬২ এর চেয়ে প্রায় ৩ মিলিগ্রাম/কেজি বেশি।

জীবন কাল

এ জাতের গড় জীবন কাল ১২৫-১৩০ দিন।

ফলন

ব্রি ধান৭২ জাতটি গড়ে হেক্টর প্রতি ৫.৭ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। তবে উপযুক্ত পরিচর্যায় ৭.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী আমনধানের জাতের মতই।

১. বীজ তলায় বীজ বপন: বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ২৫ জুন থেকে ০৫ জুলাই অর্থাৎ ১১ আষাঢ় ২১ আষাঢ়ের মধ্যে।

২. চারার বয়স: ২০-২৫ দিন।

৩. চারার সংখ্যা: প্রতি গুছিতে ২/৩ টি।

৪. রোপন দুরত্ব: ২০ সে.মি. × ১৫ সে.মি.।

৫. সার ব্যাবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
২০	৭	১১	৮	১.৩

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, জিপসাম এবং অর্ধেক এমওপি সার প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান দুই কিস্তিতে যথা রোপনের ১০ দিন পর ১ম কিস্তি এবং ২০-২৫ দিন পর ২য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমওপি সার শেষ কিস্তি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের সাথে প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬. আগাছা দমন: রোপনের পর অন্তত ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. সেচ ব্যবস্থাপনা: থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।

৮. রোগ বালাই দমন: ব্রি ধান৭২ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা উচিত।

৯. ফসল পাকা ও কাটা: ০১-৩০ নভেম্বর ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

আরো তথ্যের জন্য ঃ

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ **dr@brri.gov.bd**